Q: সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে একত্ববাদের বিরুদ্ধে বহুত্ববাদের সমালোচনা কর।

Discuss the pluralistic attack on the monistic theory of sovereignty.

→ সার্বভৌমিকতার ইংরাজী প্রতিশব্দ হল "Sovereignty"। এই ধারণাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ "Superanous" - থেকে। এর অর্থ হল উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ। রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সার্বভৌমিকতা। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, একমাত্র এই বৈশিষ্ট্যের দ্বারা রাষ্ট্রকে অন্যান্য সংগঠন থেকে পৃথক করা যায়, সার্বভৌমিকতা হল রাষ্ট্রের এমন এক ক্ষমতা, যার দ্বারা আন্তর্জাতিক প্রভাব থেকে রাষ্ট্র নিজেকে মুক্ত রেখে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারে, এবং অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে নিজ ভৌগোলিক সীমানায় সমস্ত সকল কিছুর উপর চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

ব্রিটিশ আইনবিদ জন অস্টিন তাঁর "Lectures on Jurisprudence" - নামক গ্রন্থে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে এক-ত্ববাদী ধারণা প্রকাশ করেন, তাঁর চিন্তা অনুযায়ী সার্বভৌমিকতার পাঁচটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়; সেগুলি হল যথাক্রমে — i) অসীমতা, ii) অবিভাজ্যতা, iii) সার্বজনীনতা, iv) স্থায়িত্ব, এবং v) অহস্তান্তর যোগ্যতা।

সার্বভৌমিকতার এই চরম ক্ষমতা সম্বন্ধে রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকগন বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন তুলেছেন। বলা যায় সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্ব বহুভাবে সমালোচিত হয়েছে। সমালোচকদের মতে, রাষ্ট্র সহ মনুষ্য সমাজের কোনো অংশেরই একক সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকা সম্ভব নয়, প্রতিটি অংশেরই ক্ষমতা প্রাকৃতিক নিয়ম এবং সামাজিক রীতিনীতির দ্বারা সীমাবদ্ধ, তাছাড়া জনমত, ধর্মীয় বিধান ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠান যথা রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংঘ, ছাত্র সংঘ, ব্যবসায়ী সমিতি প্রভৃতি চাপ সৃষ্টিকারী সংস্থার দ্বারাও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সীমাবদ্ধ থাকে, তাছাড়া আন্তর্জাতিক আইন প্রতিটি রাষ্ট্রকেই মেনে চলতে হয়।

রাষ্ট্রের এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতা তত্ত্ব থেকেই সার্বভৌমিকতার বহুত্ববাদী তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে; ল্যাস্কি, বার্কার, ম্যাকাইভার, প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগন এই বহুত্ববাদী তত্ত্বের প্রথমসারির প্রবক্তা। এঁরা একত্ববাদকে তিনটি দৃষ্টিকোন হতে সমালোচনা করে বহুত্ববাদী তত্ত্বের অবতারনা করেন, নিম্নে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হল-

i) রাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে,
ii) রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে,
এবং iii) রাষ্ট্র ও আইনের পারস্পারিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে,

(i) বহুত্ববাদীদের মতে মানুষের বহুমুখী জীবনের পরিপূর্ণতা ও স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের যেরূপ প্রয়োজনীয়তা আছে, তেমনই সমাজের অন্যান্য অংশেরও এব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা আছে। মানুষের বহুমুখী জীবনের পরিচালনার জন্য পরিবার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সংঘ প্রভৃতির গুরুত্বও কম নয়, এই প্রতিষ্ঠানগুলির নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান; সুতরাং সীমিত হলেও এদের কিছু ক্ষমতা আছে। আর তাই ব্যক্তির আনুগত্য শুধুমাত্র রাষ্ট্রের প্রতিই সীমাবদ্ধ থাকে না, সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিও ব্যক্তির আনুগত্য থাকে। অতএব এদিক থেকে বলা যায় একত্ববাদী তত্ত্ব অনুযায়ী বাস্তব জীবনে রাষ্ট্রীয় চরম ক্ষমতা এককভাবে পরিলক্ষিত হয় না, সমাজ যেরূপ বহুভাগে বিভক্ত, সার্বভৌমিকতাও সেইরূপ বহুভাগে বিভক্ত থাকে।

(ii) আধুনিক কালে বিশেষ করে জাতিসংঘ ও বিশ্বায়নের যুগে কোনো রাষ্ট্রই একই ক্ষমতার অধিকারী বলে নিজেকে দাবি করতে পারে না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্রকেই বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার দিকে লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। বলা যায়, প্রত্যেক রাষ্ট্রের ক্ষমতা আন্তর্জাতিক বিভিন্ন নিয়মকানুন, বিধি ও বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে, তাছাড়া বহু সংস্থা আছে যথা — প্যানইসলামিক অরগানাইজেশন, রেডক্রস প্রভৃতি, যাদের সীমানা ও আনুগত্য রাষ্ট্রীয় সীমার বাইরে পরিব্যাপ্ত হয়, অর্থাৎ এক্ষেত্রেও সার্বভৌমিকতার একত্ববাদী তত্ত্ব সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

(iii) আইনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই একমাত্র উৎস — একথা বলা চলে না, রাষ্ট্র ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন, সামাজিক রীতি-নীতি এবং প্রথা হতে আইনের উৎপত্তি হয়ে থাকে। সুতরাং রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব "একটি কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ" বা অস্টিনের মতানুযায়ী "সার্বভৌমের আদেশই হল আইন", — এই রূপ বক্তব্যকেও সমর্থন করা যায় না।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কোনো একটি কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ থাকে না, অধ্যাপক ল্যাস্কি স্বয়ং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ দিয়ে দেখান যে, সেখানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও ৫০ টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিভক্ত থাকে, কারণ প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের নিজ নিজ সংবিধান আছে। অতএব রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা চরম, অবাধ বা শুধুমাত্র রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য — এগুলি সর্বতোভাবে মেনে নেওয়া যায় না,

সংক্ষেপে বহুত্ববাদীদের অভিমত অনুযায়ী —

(i) সমাজ বহু সংঘ ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকে, রাষ্ট্র এদের মধ্যে অন্যতম সংঘ, তাই সমাজে রাষ্ট্র এককভাবে সকল ক্ষমতা ভোগ করবে তা হতে পারে না, সমাজস্থ অন্যান্য সংঘগুলিও বিভিন্ন রকম ক্ষমতার অধিকারী,

(ii) রাষ্ট্রীয় আইন সমাজের রীতি নীতির বিরোধী হলে তা বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না, আর এ থেকেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

(iii) রাষ্ট্রই একমাত্র আইনের উৎস নয়, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রথা, বিধান, রীতি-নীতি, আদালতের রায় প্রভৃতি হতেও আইনের সৃষ্টি হয়ে

[redacted]

থাকে।

(৮) রাষ্ট্র যেরূপ রাজনীতির সীমানার মধ্যে যাবতীয় সংঘগুলিকে নিয়ন্ত্রণে প্রভাবশালী হয়, অন্যান্য সংঘও অনুরূপে রাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

অতএব এরূপ অবস্থায় সার্বভৌমত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিলে একত্ববাদী তত্ত্বকে পরিত্যাগ করতে হয়। অবশ্য আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সার্বভৌমত্বের ধারণাটিকে ক্রমেই পরিহার করে শেষ মূলে ক্ষমতাতত্ত্বকে স্থান দেন, ক্ষমতা তত্ত্বের দ্বারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে [Power Theory] - যেরূপ বোঝায় তেমনই বিভিন্ন সংঘের ক্ষমতাকেও বুঝিয়ে থাকে। অধ্যাপক লাস্কি যথার্থই বলেন, "আইনগতভাবে সার্বভৌমিকতার ধারণাটি পরিত্যাগ করলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যথার্থ মঙ্গলসাধন হবে"।

৯। রাষ্ট্রের [illegible] বিশ্লেষণ কর